Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 161-170
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0712

আরবীকাব্যে আবু তাম্মামের অবদান
[Abu Tammam's Contributions to Arabic Poetry]

মো. ফরহাদুল ইসলাম*

Abstract

Abu Tammam, an influential Arab poet of the Abbasid era, is best known for his masterpiece, the Diwan Hamasa. Born in Syria in the 9th century CE, Abu Tammam displayed exceptional poetic talent from a young age. His Diwan Hamasa is a collection of poems that celebrates courage, heroism, and noble virtues, recounting the lives and exploits of legendary Arab warriors and chieftains. The Diwan Hamasa stands as a testament to Abu Tammam's poetic brilliance and his ability to evoke deep emotions through his verses. It pays homage to the rich history and traditions of the Arab people, highlighting the values of loyalty, sacrifice, and resilience. Abu Tammam's mastery of language and his skillful use of metaphors and rhythmic structures set a new standard for poetic excellence, shaping the development of Arabic literature and influencing generations of poets. Even centuries after his passing, Abu Tammam's Diwan Hamasa remains an enduring testament to the power of poetry to capture the essence of human experience and elevate it to the realm of art. Its verses continue to inspire and resonate with readers, carrying the spirit of heroism and honor across generations.

Keywords**:** Abu Tammam, Abu Tammam’s literature, Arabic Poetry, Diwan e Hamasa, Abbasid era.

ভূমিকা

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এই পথচলার ইতিহাসের সূতিকাগার হলো আরবী কবিতা। আরবী কবিতার ইতিহাস মানেই আরবী সাহিত্য। কবিতার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের পথচলা। প্রাচীনকালে আরব দেশে যে কোনো কন্টকাকীর্ণ পথচলায় আরবী কবিতা অনুপ্রেরণা জোগাত। যুদ্ধের ময়দানে আরবী কবিতা বারুদের মতো কাজ করত। সৈনিকদের মানসিক শক্তি জোগাতে তাই আরবী কবিতার কদর ছিল অপরিসীম। আবার কোনো আরবদের বিশেষ অনুষ্ঠান বা আনন্দের খোরাক জোগাত আরবী কবিতা। তবে কালের পরিক্রমায় আরবী সাহিত্যের ইতিহাসকে সাহিত্যিকগণ পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন- ১. জাহেলি যুগ, ২. ইসলামি যুগ তথা মহানবী ও খোলাফা রাশেদূনের কাল, ৩. উমাইয়া যুগ, ৪. আব্বাসী যুগ, ৫. আধুনিক যুগ।

মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ আব্বাসী শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু মনীষী জ্ঞান চর্চা করেন। ঠিক তেমনিভাবে আরবী সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন আবু তাম্মাম (মৃ. ৮৪৫), আবু নুওয়াস (৭৫৬-৮১৪) , বাশশার ইবন বুরদ (৭১৪ খ্রি.- ৭৮৪), আবুল আতাহিয়া (জন্ম ৭৪৮-৮২৬ খ্রি.), আল-বুহতারী (৮২০-৮৯৭) প্রমুখ। তাঁদের মাঝে আবু তাম্মাম শীর্ষে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, কবি ও কাব্য সংকলক। তাঁর সংকলিত কাব্য গ্রন্থ ‘আল-হামাসা’ আরবী সাহিত্যের একবিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইসলামের ইতিহাসে আরবদের

* Ph.D Researcher, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi 6205, Bangladesh; E-mail: farhadnabil512@gmail.com

রাজনীতি ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে আব্বাসী যুগকে। আব্বাসী শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগে আরবী কবিতা বিদেশি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উন্নতি এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। আবু-তাম্মাম আব্বাসী যুগের কাব্যাকাশে সুপ্রসিদ্ধ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মাঝে কাব্যপ্রতিভা প্রতিভাত হয়। তাঁর কবিতা দ্রুত সর্বজন সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়। তাই আবু তাম্মাম তার সময়ে বিখ্যাত কবি হয়ে উঠেন। ফলশ্রুতিতে নিজকে তিনি কাব্যচর্চার মাঝেই ব্যস্ত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি কাব্যচর্চার মাঝেই জীবন যাপনের দৃঢ়সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আরবীকাব্যে আবু তাম্মামের অবদান আলোচনা করা হলো।

কবি পরিচিতি

আবু তাম্মামের আসল নাম হলো হাবীব, উপনাম আবু তাম্মাম, তবে তিনি এই উপনাম আবূ-তাম্মাম হিসাবেই সকলের মাঝে পরিচিত।[১] ঐতিহাসিকগণ কবির দীর্ঘ বংশসূত্রিতা উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবন খাল্লিকানের মতে, তাঁর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ–

আবূ-তাম্মাম হাবীব ইবন আউস ইবন হারছ ইবন কায়স ইবন আশাজ্জ ইবন ইয়াহইয়া ইবন মারওয়ান ইবন মুর ইবন সা'দ ইবন কাহিল ইবন আমর ইবন 'আদী ইবন আমর ইবন গওস ইবন আত-তায়ী।[২] বিভিন্ন গ্রন্থে কবি আবু-তাম্মামের পূর্বপুরুষ ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। একটি বর্ণনা মতে, তাঁর পূর্বপুরুষ খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন।[৩] অপর এক বর্ণনায়, তিনি আরব বংশোদ্ভূত 'তায়' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪] এখানে মূলবিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে কবির পিতার নামের বিভিন্নতার কারণে। ঐতিহাসিকগণ কবির বাবার নাম তাদূস, [৫] বাদূস,[৬] ছাদূস [৭] ও তায়ুদূস [৮] উল্লেখ করেছেন। ড. ত্বাহা হোসাইনের মতে, কবির বাবার নাম সীদূস।[৯] ড. 'উমার ফাররুখ এর মতে, তার পিতার নাম সাদূস এবং তিনি রোমে বসবাস করতেন।[১০] মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বেই তিনি সিরিয়ায় গমন করে তথায় বসবাস শুরু করেন। দামিশকে তার একটি মদের দোকান ছিল বলে ইবন কুতায়বাহ আদ-দীন ওয়ারী উল্লেখ করেছেন।[১১] ড. উমার ফাররুখ আরো উল্লেখ করেন যে, আবু তাম্মামের পিতা আউস আতর ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু আস-সূলী ও আল-খতীব আল-বাগদাদী এ মতের সাথে একমত হননি। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তাঁর পিতা মদের ব্যবসার সাথে সাথে আতরের ব্যবসাও করতেন।[১২]

আবূ তাম্মাম কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন তা নিয়ে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। 'আমদী ও ইবন খাল্লিকানের মতে, কবির পিতা রোমীয় বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় পিতার নাম সাদূস পরিবর্তন করে আউস রাখেন[১৩] এবং নিজের জন্য এমন একটি বংশ তালিকা উদ্ভাবন করেন যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে তাঈ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস পান।[১৪] ফলে সমকালীন অন্যান্য কবিদের ব্যঙ্গ কবিতায় এ নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করা হয়।[১৫] ড. উমার ফাররুখ কাযী আহমদ ইবন আবী দাউদ আল-আইয়াদীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, তিনি আইয়াদ অথবা 'তাই' বংশোদ্ভূত ছিলেন।[১৬] তিনি রোমে অবস্থানকালে দামিস্কের বাজারে মদের ব্যবসা করতেন।[১৭] অন্যদিকে ড. ত্বাহা হুসাইনসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেছেন, তায়ুদূস একটি ইসলামী নাম এবং কবি একজন খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত 'আদ গোত্রের উত্তরাধিকারী।[১৮] দ্বিতীয় মতটিই প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ কবি নিজে তাঈ গোত্র সম্পর্কে অসংখ্য গৌরবগাঁথা রচনা করেছেন, যা তার খাঁটি আরব হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।[১৯] যেমন কবি বলেন-

قبيل وأهل لم ألاق مشوقهم * لوشك النوى إلا فواقا كلا ولا
كأنهم كانوا لخفة وقفتي * معارف لي أو منزلي كان منزلا-[২০]

"বনূ তাঈ এমন এক গোত্র এবং তারা এমন অতিথিপরায়ণ যাদের নিকট আমি আশাতীত ভালোবাসা ও সানুগ্রহ পেয়েছি। অল্পসময় তাদের নিকট অবস্থান করেই মনে হয়েছে তাদের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়, তাদের ঘরবাড়ি যেন আমারই ঘর।"

জন্ম ও লালন- পালন

কবি তাবারিয়া উপসাগরের অদূরে দামিস্কের জাসিম[২১] নামক প্রত্যন্ত পল্লীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[২২] কেউ কউে বলেন, জাসিম নামক প্রত্যন্ত পল্লীটি দামিশক ও হাইবিরিয়াসের মধ্যবর্তী হাওরানে অবস্থিত। [২৩] কবির জন্ম সাল নিয়েও নানা মতানৈক্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ এক্ষেত্রে ১৭২, ১৮২, ১৮৮, ১৯০ ও ১৯২ হিজরী সাল উল্লেখ করেছেন।[২৪] তবে তাঁর জন্ম সাল ১৯০ হিজরী হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ।[২৫] তাঁর পুত্রের বর্ণনা মতে, তিনি ১৮৮ হিঃ/ ৮০৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬] কিন্তু ঐতিহাসিক হান্না আল-ফাখুরীর মতে, কবির জন্ম সাল ১৮০ হিঃ/৭৯৬ খ্রিঃ।[২৭] ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর পুত্রের প্রদত্ত তারিখটি সঠিক বলে মনে হয়।[২৮] কবি দামিস্কে পিতা-মাতার আদরেই লালিত পালিত হন।[২৯] তবে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, শৈশবেই পিতা আউস, ছেলেকে নিয়ে মিসর গমন করেন এবং সেখানেই তাদের সাথে বেড়ে উঠেন।[৩০]

কবির জন্মস্থান জাসিম দামিস্ক ও তাইবেরিয়াসের মধ্যবর্তী একটি অখ্যাত পল্লীর নাম। এ পল্লীটি নিকটবর্তী শহরগুলোর যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল ও মারকাজে পরিণত হলো। এর অধিবাসীরা ছিল আরব বেদুঈন, যারা অর্থনৈতিক উপকরণ সংগ্রহ ও জীবিকার সন্ধানে মরু প্রান্তর ভ্রমণ করত। এই বেদুঈন পরিবেশেই কবির জন্ম। তার জন্মের কিছুদিন পর স্বীয় পিতা তাকে দামিস্কে নিয়ে যান এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। পিতার মদের দোকানে তিনি পিতাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু শৈশবকাল পার হতে না হতেই দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর পিতা মারা যান। ফলে পিতৃস্নেহ থেকে যৌবনের সূচনা লগ্নেই পিতৃ বিয়োগের কারণে তিনি বঞ্চিত হন।[৩১]

দৈহিক গঠন ও মেধা

দৈহিক গঠনে আবু তাম্মাম কৃষ্ণ বর্ণ ও দীর্ঘাকৃতির, বেদুঈনদের ন্যায় পোশাক পরিধানকারী, মিষ্ট ও বিশুদ্ধ আরবীভাষী ছিলেন। তাঁর জিহবায় কিছুটা জড়তা ছিল। যখনই তিনি কবিতা আবৃতি করতেন জিহবা খাড়া হয়ে যেত। এতে তাঁর আওয়াজ স্পষ্ট হত না। ইবনে রশিক আরো একটু বাড়িয়ে বলেছেন, হাবীব কথা বলার সময় অধিক আড়ষ্ট হয়ে যেতেন। আবু তাম্মাম তীক্ষ্ণ মেধা, উপস্থিতবুদ্ধি এবং প্রখর মুখস্থ শক্তির অধিকারী ছিলেন।[৩২] তাঁর ব্যাপারে বলা হয়, যে কোন অবস্থায় যে কোন বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই অতিদ্রুত কবিতা প্রণয়নে তিনি সক্ষম ছিলেন। তাঁর নিজস্ব কাসীদা এবং খন্ড কবিতা ছাড়াও তিনি ১৪ হাজার ছন্দ কবিতা মুখস্থ করেছেন। তিনি সাদাসিধে, সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন।[৩৩]

শিক্ষা ও কাব্যপ্রীতি

কবি আবু তাম্মাম দামিস্কে অবস্থানকালে পিতার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। তবে তাঁর শিক্ষার বিষয়ে যেটুকু জানা যায় যে, পিতার মৃত্যুর পরেই জীবিকার সন্ধানে তিনি মিসর গিয়ে 'আমর ইবন আল-'আসের ফুস্তাত জামি মসজিদে পানি সরবরাহের চাকরী গ্রহণ করেন।[৩৪] এখানে পানি সরবরাহের কাজে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন।[৩৫] কাজের ফাঁকে ফাঁকে মসজিদের আঙ্গিনায়, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও বিভিন্ন মসজিদের সামনে ঘুরে ঘুরে ছাত্র-শিক্ষকদের পানি পান করাতেন।[৩৬] সমবেত আলেমদের নিকট আরবী কবিতা প্রনয়ন এবং এর নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এ সময়ে তিনি বহু আরবী কবিতাও কণ্ঠস্থ করেন।[৩৭] এভাবে তিনি অসংখ্য আরবী কবিতা মুখস্থ করে ফেলেন। ছোটবেলা থেকেই আবু তাম্মাম-এর মাঝে কাব্যপ্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। পিতার কাজের সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন কাব্যাসরে যাতায়াত করতে থাকেন এবং সেখান থেকেই কাব্যপ্রীতি তাঁর মনমগজে জায়গা করে নেয়। ফলে অল্পসময়ে তিনি একজন কাব্যের দক্ষকারিগরে পরিণত হন এবং বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। দ্রত কবির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সমকালীন খলীফাসহ বিশিষ্টজনেরা

কবির ভক্ত হওয়া শুরু করেন। জ্ঞানার্জনের অদম্য সুদৃঢ় ইচ্ছায় খুরাসান, বাগদাদ, হেজায, নিশাপুর, আর্মেনিয়া, মুসেলসহ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে তৎকালীন খ্যাতিমান পণ্ডিতগণের নিকট হতে আরবী সাহিত্যে বিশেষ করে আরবী কবিতায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৩৮] এমন কি এক সময় তিনি যুগোপযোগী বিখ্যাত কাব্যসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে সুপরিচিত করেন। অবিচল আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও তীক্ষ্নমেধা শক্তি অচিরেই তাঁকে সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় কবির মর্যাদায় আসীন করে।

কর্মজীবন ও জীবিকা নির্বাহ

কবি আবু তাম্মামের কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। যৌবনের শুরুতে তিনি দামিশকের একজন তাতীর সহকারী হিসেবে কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন। অতঃপর তিনি মিসর গমন করে সেখানকার আল-জামী আল-কাবীর-এ পানি সরবরাহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে চেষ্টা করেন।[৩৯] ইতোমধ্যে তিনি আরবী কবিতায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবিকার সন্ধানে কখনো তাঁকে রাজ দরবারে, কখনো প্রাদেশিক গভর্ণরের আস্তানায়, কখনো নেতৃস্থানীয় সুধীজনের সান্নিধ্যে, আবার কখনো বেদুঈন গোত্রের জীর্ণ কুটিরে কালাতিপাত করতে হয়েছে। কখনো তিনি দানবীর এবং আমীর উমারাদের নিকট গমন করতেন এছাড়াও বিশিষ্ট মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন, আহমদ ইবন আবী দাউদ, মুহাম্মদ ইবন আবদিল মালিক, হাসান ইবন ওহহাব, ইবন রাজাআ প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন।[৪০] এবং তাঁদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে পুরস্কার হিসেবে যা অর্জন করতেন তা-ই ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়া, মিসর, ইরাকসহ অনেক অঞ্চল ভ্রমণ করেন।[৪১]

যে কারণে তাঁর দীওয়ান অনুসন্ধান করে দেখা যায়, কবি তাঁর জীবনে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন[৪২] এবং তাঁর দীওয়ানের উল্লেখযোগ্য অংশজুড়ে রয়েছে স্তুতিগাঁথা কবিতা। আর তিনি এসব কাব্য রচনা করে যে অর্থ সম্পদ পেতে থাকেন তা হয়ে উঠে কবির জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ ও পাথেয়। মোটকথা হলো, জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি কবিতা রচনাকে তাঁর জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কারো কারো মতে, তিনি সর্বপ্রথম আলী ইবন জাহম এর সহোদর মুহাম্মদ ইবন জাহম এর প্রশংসায় দামিশকে স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করে পুরস্কার বা অর্থ গ্রহণ করেছিলেন।[৪৩] এ মতটি সঠিক নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ইবন লাহিয়ার প্রশংসায় স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করেন। এতে তিনি অনেক উপঢৌকন পাওয়ার আশা করেছিলেন। কিন্তু ইবন লাহিয়া তাকে নিরাশ করেন। ফলে কবি তার প্রতি রাগান্বিত ও বিরাগভাজন হয়ে প্রতিশোধের মানসে ব্যঙ্গমূলক কবিতা রচনা করেন।[৪৪] অতঃপর কবি ব্যর্থ হয়ে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে মিসর থেকে সিরিয়ায় যাত্রা করেন। সিরিয়ায় তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। এসময় তিনি আবুল মুগীছ মূসা ইব্ন ইবরাহীম আর-রাফিকীর প্রশংসামূলক ও বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, খলীফা আল-মামুন যখন বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে ২১৫-২১৮ হিজরীতে তাঁর অভিযান সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কবি আবু তাম্মাম তাঁর প্রিয় বেদুঈন পোশাক পরিধান করে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কিন্তু খলীফা তাঁর পঠিত এই কবিতায় খুশী হতে পারেননি।[৪৫]

কবি আবু তাম্মাম তাঁর কর্মময় জীবনে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট গমন করে তাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে জিবাল-এর গভর্ণর মুহাম্মদ ইবন হাসান এবং আর্মেনিয়ার গভর্ণর খালিদ আব্দুল্লাহ ইবন তাহিরের সাথে নিশাপুর সফর তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এখানে বসেই তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত সংকলন গ্রন্থ 'দীওয়ান আল-হামাসাহ' সংকলন করেন।[৪৬] এরপর তিনি আহমদ ইবন মুতাসিমের নিকট গমন করে তার উদ্দেশ্যে প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। প্রশংসায় খুশী হয়ে মু'তাসিম তাকে মূসেলের ডাক বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেন।[৪৭] কবি

আবু তাম্মাম আব্বাসীয় খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে সর্বপ্রথম পরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আখবারু আবি তাম্মাম গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ২২৩ হিজরীতে আমরিয়াম ধ্বংসের পর মু'তাযিলী প্রধান বিচারপতি আহমদ ইবন আবী দুয়াদ কবিকে সামাররায় খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। খলীফা কবির কর্কশ স্বরের কথা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন বিধায় তিনি কবিকে স্বীয় দরবারে একজন সুমধুরকণ্ঠশীল ব্যতীত প্রবেশ করতে অনুমতি দেননি।[৪৮] তাই কবি একজন সুললিত কণ্ঠধারী রাবীকে নিয়ে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশংসাগাঁথা রচনা করেন। এ সময় থেকেই একজন শ্রেষ্ঠ স্তুতিকার হিসেবে কবি আবু তাম্মামের যশ ও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৪৯]

মৃত্যু

আব্বাসী আমলের বিখ্যাত কবি আবু তাম্মাম আজীবন দারিদ্রের সাথে পাঞ্জা লড়ে, জীবিকা নির্বাহে সীমাহীন পরিশ্রম এবং জ্ঞানার্জনে অত্যধিক আসক্তি ও কঠোর অধ্যাবসায়ের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরিশেষে দুই বছর ডাক বিভাগে দায়িত্ব পালন করার পর ২৩১ হিজরী মোতাবেক ৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মূসেলে মৃত্যু বরণ করেন।[৫০] তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।[৫১] উমার ফাররুখের মতে, তিনি ২৩২ হিঃ/৮৪৩ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন।[৫২] হান্না আল-ফাখুরীর মতে, তিনি ২২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৫৩] কবি পুত্রের বর্ণনা মতে, তার মৃত্যু তারিখ ২৩১ হিঃ/৮৪৬ খ্রিঃ। এই শেষোক্ত বছর তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ বলে মনে হয়। আহমদ হাশিমীর মতে, তিনি ২৩১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৫৪] উমার রিযা কাহালাহ এ মতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৫৫] বিখ্যাত দার্শনিক আল-কিন্দী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, অতিরিক্ত মেধাচর্চার ফলে কবি আবু তাম্মামের অকাল মৃত্যু হয়।[৫৬] তিনি মসুলেই সমাধিস্থ হন। তাঁর কবরের উপর একটি গম্বুজ নির্মিত হয়।[৫৭] এই নান্দনিক গম্বুজটি কবির সমাধির উপর আবুল-ইহসান ইবন হুমাইদ আল-তুসী নির্মাণ করেন।[৫৮]

সাহিত্যকর্ম

কবি আবু তাম্মাম আরবী সাহিত্যে অনন্য অবদান রেখেছেন, তিনি ছিলেন অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির কবি ছিলেন।[৫৯] তিনি কবিতায় প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারার সমন্বয় সাধন করেন।[৬০] আব্বাসী শাসনামলে যখন আরব জাতি অনুবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা এবং চারু কলায় উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করে, ঠিক তখন জন্মগ্রহণ করে তিনি নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলেন। তাই তাঁর কবিতায় অভিনব কলাকৌশল, আধুনিক নতুন নীতিমালা ও উপমা উৎপ্রেক্ষা পরিলক্ষিত হয়। উত্তরকালে কবি আল-মুতানাব্বী এবং আল-মা'আররী তাঁর উদ্ভাবিত কলাকৌশল নিজেদের কবিতায় ব্যবহার করেন। তাই বলা হয়ে থাকে, আবু তাম্মাম ও মুতানাব্বী দার্শনিক কবি এবং বুহতরী কবি ছিলেন।[৬১] আবু তাম্মামই প্রথম কবি যিনি নিজ কবিতায় স্বাধীন যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। তবে কোথাও কোথাও তিনি এমন পেঁচানো যুক্তিপূর্ণ কাব্য ব্যবহার করেছেন, যার ফলে কখনও কখনও তাঁর রচনার সাবলীলতা বিলুপ্ত হয়েছে। তাই আরবী সাহিত্য জগতে সৃজনশীল কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। উন্নত সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হতে গেলে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উপাত্তের প্রয়োজন সেগুলো তাঁর কবিতায় বিদ্যমান। আবু তাম্মাম আরবী সাহিত্যের নানা শাখায় অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে শীর্ষস্থানীয় আসনে সমাসীন ও পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। আরবী সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে আবু তাম্মামের নিজস্ব রচনাবলী এবং সংকলন গ্রন্থ দীওয়ানুল হামাসা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তাঁর রচিত সাহিত্যে আরব বেদুঈন ও ভদ্র সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির সমন্বয় সাধন ঘটেছে।[৬২] তিনি আজীবন নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ৯টি অমর গ্রন্থ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন। নিম্নে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো–

১. **দীওয়ানু আবী তাম্মাম :** এটি তাঁর স্বরচিত কবিতামালার সংকলন গ্রন্থ। একে আবু বকর মুহাম্মদ আল-সূলী বর্ণনাক্রমিক এবং আলী ইবন হামযা আল-ইস্পাহানী বিষয়ানুক্রমিকভাবে সম্পাদন করেছেন। এর ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণটি কায়রো হতে **১২৯৯** হিঃ এবং বৈরুত থেকে **১৮৮৯, ১৯০৫, ১৯২৩** ও **১৯৩৪** খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। বৈরুত সংস্করণটি শাহীন আতিয়া এবং মুহী উদ্দীন আল-খাইয়াতের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। এ দিওয়ানে ৭ প্রকার কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন - **১.** المديح ২. الهجاء ৩. المعاتبة ৪. الوصف ৫. الفخر ৬. الغزل ৭. المراثي।[৬৩]

২. **আল-মুখতারাত:** এটিও একটি কবিতা সংকলন। পূর্ব ও পরবর্তী যুগের কবিকুলের কবিতা এবং তাঁদের জীবনী এতে বিধৃত হয়েছে। এটি প্রকাশিত।[৬৪]

আবু তাম্মামের উপরোক্ত দীওয়ান ছাড়াও আরো ৭টি সংকলন গ্রন্থ রয়েছে। যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. **কিতাবুল ইখতিয়ার মিন আশ'আরিল কাবাইল:** আরবের বিভিন্ন গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা চয়ন করে কবি আবু তাম্মাম এটি সংকলন করেন।[৬৫]
২. **কিতাবুল ইখতিয়ারাত মিন শি'রি ওয়াশশু'আরা :** অপ্রসিদ্ধ এবং স্বল্প পরিচিত কবিদের কবিতা চয়ন করে কবি আবু তাম্মাম এটি সংকলন করেন।[৬৬]
৩. **কিতাবুল ফহুল:** জাহিলী এবং ইসলামী যুগের ইন হারমাতা পর্যন্ত দানশীল কবি কুলের কবিতা তিনি এটি সংকলন করেন।[৬৭]
৪. **দীওয়ানুল হামাসা:** এটি আরবী কাব্য সাহিত্যে আবু তাম্মামের শ্রেষ্ঠ অবদান।
৫. **তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা:** (স্তরভিত্তিক কবিদের জীবনী)।
৬. **উয়ুনুশ-শি'র:** (কবিতা ও কবিদের জীবনী)।
৭. **নাকাইদ জারীর ওয়া আখতাল:** (জারীর ও আখতালের কাব্য বিতর্ক) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৬৮]

দীওয়ানুল হামাসাহ রচনার প্রেক্ষাপট

আরবী কাব্য জগতে আবু তাম্মামের বড় অবদান দীওয়ানুল-হামাসাহ্ সংকলন। এটি আব্বাসীয় শাসনামলে সাহিত্যাকাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। মোটকথা হলো, মধ্য যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আল-হামাসাহ সংকলনের প্রেক্ষাপটের ইতিহাস হলো, খুরাসানের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন তাহিরের নিকট হতে প্রত্যাবর্তনের পথে বরফজমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হামাদানের আবুল ওয়াফা বিনআবি সালমার গৃহে অবস্থান করতে বাধ্য হন। এখানে অবস্থান কালে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দীওয়ানুল হামাসা সংকলন করেন।[৬৯] হামাসাহ্ গ্রন্থ সংকলনে তিনি যে রুচিবোধ ও অনন্য সংকলনশৈলীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা আরবী সাহিত্যে এক বিরাট অবদান ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সমাদৃত। কাব্য সংকলনে তিনি ইসলাম পূর্ব ও ইসলামী যুগসহ উমাইয়া-আব্বাসীয় আরব সমাজের নানা বাস্তব চিত্র সুন্দরভাবে নিপুণতার সাথে চিত্রিত করেছেন। আরবী কাব্য জগতের সমৃদ্ধতম ভাণ্ডার মন্থন করে বিভিন্ন ধরণের কবিতা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কবিতা বাছাই করে তিনি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। তাঁর এ সংকলন বীরত্বগাঁথার মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।[৭০] এ গ্রন্থে সংকলিত কবিতা সমূহের মধ্যে কোনটি ছোট কোনটি বড় হওয়া সত্ত্বেও কবিতাগুচ্ছকে এমন সুশৃংখল ও সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে, মনে হয় যেন একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ও সংগতিপূর্ণ।[৭১]

দীওয়ানুল হামাসার অধ্যায়-বিন্যাস

প্রাচীন আরবী সাহিত্যের এই হামাসা গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।[৭২] কারণ হামাসা অর্থ- ধৈর্য, দৃঢ়তা,সাহসিকতা, বীরত্ব, মানসিক বল ইত্যাদি যে সব গুণ আরব জাতির নিকট বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়ে থাকে হামাসা শব্দ দ্বারা তা বুঝায়। যথা, যুদ্ধে সাহসিকতা, বিপদে ধৈর্য, প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়তা, দুর্বলকে আশ্রয় দান, সবলের প্রতিরোধ ও বজ্রকঠিন মনোবল। এই সংকলনে **১০** টি অধ্যায় রয়েছে, যেমন-

১. বাবুল হামাসা, ২. বাবুল মারাসী, ৩. বাবুল আদব, ৪. বাবুল নাসিব, ৫. বাবুল হিজা, ৬. বাবুল আজইয়াফ ওয়াল মাদাইহ, ৭. বাবুসসিফাত, ৮. বাবুস সিয়ার ওয়া নিয়াস, ৯. বাবুল মিলহ্ ১০. বাবুল মুযাম্মাতুন নিসা। উপরোক্ত ১০টি অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় বা বাবুল হামাসা আলোচ্য গ্রন্থের অর্ধেকের বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই উক্ত অধ্যায়ের নামানুসারে পুরো গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। এগ্রন্থে সন্নিবেশিত মোট কবিতার সংখ্যা হলো ৮৮৪।[৭৩] জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিতামালা এতে সংকলিত হয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে হিজরী প্রথম শতকের (৬২২-৭১৯ খ্রিঃ) কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে কবিতার সংখ্যা ২৬১। অতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে যথাক্রমে ১৬৯, ৫৪, ১২৯, ৮০, ১৪৩, ৩, ৯, ৩৮ এবং ১৮টি করে কবিতা রয়েছে।[৭৪]

দীওয়ানুল হামাসার মূল্যায়ন

আবু তাম্মামের হামাসায় বর্ণিত কবিতামালার বিরাট সামাজিক মূল্য রয়েছে। তাই বর্তমান কালেও আরবী সাহিত্যের পাঠক সমাজ বেদুঈন আরব জাতির ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানার উৎস হিসাবে আলোচ্য হামাসা গ্রন্থ পাঠ করেন। কারণ এতে উত্তম কবিতামালাই চয়ন করা হয়েছে। হামাসা গ্রন্থের সাথে সাথে কবি আবু তাম্মামও তৎকালীন কবিসমাজে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে আল্লামা খতীব তিবরিজীর মন্তব্য আরো জোরালো। তিনি বলেন-

إن أبا تمام كان في اختياره الحماسة أشعر منه في شعره.

উক্ত বর্ণনা থেকে আমরা আবু তাম্মামের হামাসার সাহিত্যিক মূল্যায়ন সহজেই করতে পারি। এ প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি আরবী সাহিত্যে একবিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। সাহিত্যানুরাগী ও কবিকুলের নিকট সর্বকালে এটি একটি আকর্ষণীয় কাব্যগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকবে। কারণ সংকলক উত্তম শব্দ সমষ্টি, চিত্তাকর্ষক বাক্য ও অভূতপূর্ব অর্থবহ দৃষ্টান্ত প্রয়োগে এ হামাসার সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি করতঃ আরবীসাহিত্য ভাণ্ডারকে সম্মৃদ্ধশালী করে তুলেছেন। তাই এটি আরবী সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।[৭৫] আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আবু তাম্মামের কাব্যিক অবদান আরবী সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাই তাঁর সাহিত্যের বিশেষতঃ হামাসা সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর সমকালীন কবি সমাজ তাঁর সাহিত্যকে সাদরে গ্রহণ করেছে। বহু আরব কবি ও পাঠক তাঁর সংকলিত কাব্যমালা কণ্ঠস্থ' করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এটি সংকলনের মাধ্যমে তিনি আরবী সাহিত্যে এক নতুন দ্বারের উদঘাটন করেছেন।[৭৬]

তার সংকলিত হামাসা গ্রন্থ এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, তাঁর অনুসরণে আরো আটজন প্রখ্যাত কবি হামাসা সাহিত্য সংকলন করেন। এ আট জনের মধ্যে কবি আল-বুহতরী অন্যতম। তবে গুণগত মান এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে তাঁদের হামাসা আবু তাম্মামের হামাসার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। হামাসা গ্রন্থের প্রসিদ্ধির সাথে সাথে কবি আবু তাম্মামও তৎকালীন কবি সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে উঠেন।[৭৭]

কবি আবু তাম্মাম সম্পর্কে সমালোচক তিবরিজীর পূর্বোক্ত মন্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, কবি আবু তাম্মাম সংকলনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেহেতু তাঁর সংকলিত গ্রন্থ হামাসার সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। তাই তখন থেকে অদ্যাবধি আবু তাম্মামের কাব্যের বিরাট চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিশ্বের বহু উন্নত ভাষায় তাঁর সাহিত্য অনুদিত হয়েছে। ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সাহিত্য বিশেষতঃ তাঁর হামাসা পঠিত হচ্ছে। এ ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সাহিত্য চর্চা চলছে এবং পাঠক সমাজ তা থেকে উপকৃত হচ্ছে। তাই তাঁরা তাঁর সাহিত্যে হিতার্থ ও কৃতার্থ।

উপসংহার

আবু তাম্মাম রচিত সাহিত্য আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্য। তাঁর কাব্য পদ্ধতি আরবী সাহিত্য জগতে নতুন সংযোজন। সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে কবি আবু তাম্মামের সাহিত্যকে সর্বকালের সর্বসাধারণের পাঠ উপযোগী এক উচ্চাঙ্গের ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রূপে অভিহিত করতে হয়। তাঁর দীওয়ান, মুখতারাত ও হামাসা বিশ্বব্যাপী আরবী সাহিত্যমোদীদের নিকট প্রিয়পাঠ্য। তাঁর এ অমূল্য সাহিত্যসম্ভার ভারতীয় উপমহাদেশে গুরুত্বের সাথে পাঠ দান করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় কবির সৃষ্টি যুগ যুগধরে সাহিত্যপ্রেমিদের মাঝে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তাঁর সৃজনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

[১] আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরবী* (বৈরূত-লুবনান: দারুল মারেফাহ, ১৯৯৩), পৃ. ২১২।

[২] ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খ. (বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১১।

[৩] আবু-বকর আস-সূলী, *আখবারু আবী তাম্মাম* (কায়রোঃ লাযনাতুত তা'লীফ ওয়াত তারজমা ওয়ান নাশর, ১৯৩৭), পৃ. ২৪৬।

[৪] ত্বহা হুসাইন, *মিন তারীখিল আদাব আল আরাবী*, আল আসরুল আব্বাসী আল আওয়াল (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮২), পৃ. ৩৩।

[৫] আল আমিদী, *আল মুওয়াযানা বায়না শিরি আবী তাম্মাম ওয়াল বুহতুরী* (মিসরঃ দারুল মাআরিফ, তা.বি.) পৃ. ৫।

[৬] খাদার 'আতাঈ, *আবু-আম্মাম আত-তাঈ* (বাগদাদঃ দারুল জামহুরিয়্যাহ, ১৯৬৬), পৃ. ৯।

[৭] *তদেব।*

[৮] *মিন তারীখিল আদাব আল আরাবী*, পৃ. ৩৩৯।

[৯] ড. তাহা হুসাইন, *মিন-হাদীছিশ-শির ওয়ান-নাছর* (কায়রো; দারুল-মা'আরিফ, ১৯৩৩), পৃ. ১৫৪।

[১০] *আবু তাম্মাম আত-তায়ী*, পৃ. ১১।

[১১] *আখবারু আবী তাম্মাম*, পৃ. ২৪২।

[১২] *আবু তাম্মাম আত-তায়ী*, পৃ. ১৯-২০।

[১৩] বুতরুস আল-বুসতানী, *উদাবাউল আরব*, ২য় খ. (বৈরূতঃ মাকতাবা আসসাদির, ২০১১), পৃ ৯২ ।

[১৪] মুহাম্মদ মাহদী আল-বাছীর, *ফীল আদাবিল আব্বাসী* (বাগদাদঃ মাতবাআতুস সা'দী, ১৯৫৫), পৃ ১৯৬।

[১৫] ইফা.সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খ. (বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ১০২।

[১৬] *আবু তাম্মাম আত-তায়ী*, পৃ. ২৪।

[১৭] *মিন তারীখিল আদাব আল আরাবী*, পৃ. ৩৩৯।

[১৮] ড. ত্বহা হুসাইন, *মিন হাদীছিশ শির ওয়ান নাসর* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.),পৃ. ৯৩।

[১৯] শাওকী দায়ফ, *আল আসরুল আব্বাসী আল আওয়াল* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) পৃ. ২৬।

[২০] মুহাম্মদ মাহদী আল-বাছীর, *ফীল আদাবিল আব্বাসী* (বাগদাদঃ মাতবাআতুস সাদী, ১৯৫৫), পৃ. ১৯৭।

[২১] 'উমর ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ২য় খ. (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন,১৯৮১), পৃ. ২৫১।

[২২] আনীস আল-মাকদিসী, *উমারাউশ-শিরিল-আরাবী ফীল-আরিল-"আব্বাসী* (বৈরুতঃ দারুল-"ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৮৫ ।

[২৩] হান্না আল- ফাখুরী, *তারীখুল আদাব আরাবী*, ২য় খ. (বৈরুতঃ দারুল কুবরা, ১৯৮৫ খৃঃ), পৃ. ৭১।

[২৪] শাওকী দায়ফ, *আল ফানু ওয়া মাযাহিবুহু ফিশ শিরিল আরাবী* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ২১৯।

[২৫] আবু বকর আস-সুওয়ালী, *আখবারে আবী তাম্মাম* (বৈরুতঃ দারুল আফাক, ১৯৮ খৃঃ), পৃ. ২৭২।

[২৬] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরারিয়া*, ২য় খ. (বৈরুতঃ দার মাকতাবা আল-হায়াত, ১৯৮৩), পৃ. ৩৭৪।

[২৭] হান্না আল-ফাখুরী, *আল জামি ফী তারীখিল আদাবিল আরবী*, আল-আদাবুল হাদীস (বৈরুতঃ দার আল-জীল, ১৯৮৬), পৃ. ২৭৯।

[২৮] *আখবারু আবী তাম্মাম*, পৃ. ২৭২-২৭৩।
[২৯] শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবীল আরাবী আল -আসরুল আব্বাসী আল আওয়াল* (কায়রোঃ দারুল মাআরিফ, ১৬তম সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ২৬৯।
[৩০] আহমাদ হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, (মিসরঃ মাতবাআতুস সা'আদাহ, ১৯৬৪ খৃঃ), ২য় খ. পৃ. ১৯১।
[৩১] *আবু তাম্মাম আত-তায়ী*, পৃ. ২২।
[৩২] উমার ফাররুখ, পৃ. ২৫৩; উর্দু *দা-ইরা-ই মাআরিফ ইসলামিয়া*, (পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর, ১৯৬২), ১ম খ. পৃ. ৭৬২-৭৬৩।
[৩৩] *আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত*, পৃ. ২৯১।
[৩৪] আহমাদ হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খ. (মিসরঃ মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৯৬৪ খৃঃ), পৃ. ১৯১।
[৩৫] সামসুদ্দিন আজ্জাহাবী, *সিয়ারে আ'লামিন- আন-নুবালা*, ১১শ খ. (মিসরঃ বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৬৪ ।
[৩৬] *খাদার আত্মাঈ*, পৃ. ৫৭।
[৩৭] *আহমদ হাসান আল-যাইয়্যাত*, পৃ. ২৯০-২৯১।
[৩৮] আনীস আল- মাকদাসী, *উমারাউশ-শিরিল-আরাবী* (বৈরুতঃ দারুল ইলম, ১৭ তম সংস্করণ, ১৯৮৯ খৃ), পৃ. ১৮৫।
[৩৯] ইবন আসাকির, *আত-তারীখুল-কাবীর*, (দামিস্কঃ মাতবা'আতুর-রাওদাহ্, ১৩২৯ হি.), ৪র্থ খ. পৃ. ১৯।
[৪০] *মিন তারীখিল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৩৪৪।
[৪১] *তদেব*, পৃ. ২৯১।
[৪২] *হান্না আল-ফাখুরী*, পৃ ৪৮৪।
[৪৩] আল-মারযুবানী, *আল-মুয়াশশাহ ফি মাআখিযিল-উলামা' আলাশ-শুআরা'* (মিসরঃ আল-মাতবা আতুস-সালাফিয়্যাহ, ১৩৪৩ হি.), পৃ. ৩২৪।
[৪৪] *আখবারু আবী তাম্মাম*, পৃ. ১২১
[৪৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খ., পৃ. ১০২।
[৪৬] *জুরজী যায়দান*, পৃ. ৩৭৬।
[৪৭] *জাওয়াহিরুল-আদাব*, ২য় খ., পৃ.১৯১
[৪৮] *আখবারু আবী তাম্মাম*, পৃ. ১৪৩-১৪৪
[৪৯] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খ., পৃ. ১০২
[৫০] আয-যাইয়্যাত, পৃ. ২৯০।
[৫১] *উমার ফাররুখ*, ২য় খ., পৃ. ২৫৩
[৫২] *হান্না আল-ফাখুরী*, পৃ. ৪৮১; আল-ফাখুরী, পৃ. ৭৩০।
[৫৩] হান্না-আল-ফাখুরী, *আল-জামি ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী আল-আদাবিল-কাদীম* (বৈরুতঃ দারুল জাইল, ১৯৮৬), পৃ. ১০৪।
[৫৪] *জাওয়াহিরুল-আদাব*, ২য় খ., পৃ. ১৯১।
[৫৫] ওমর রেজা কুহালা, *মুজামুল-মুয়াল্লিফীন*, ১ম খ., (দামেস্কঃ মুআসসাসা আর-রিসালা, ১৯৯৩), পৃ. ৫২৪।
[৫৬] *আয-যাইয়্যাত*, পৃ. ২৯১।
[৫৭] উমার ফাররুখ, পৃ. ২৫৩।
[৫৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩।
[৫৯] *জাওয়াহিরুল-আদাব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১।
[৬০] *আয-যাইয়্যাত*, পৃ. ২৯২
[৬১] *তদেব।*
[৬২] *তদেব।*
[৬৩] ড. ইব্রাহীম এওয়াজ, *দায়েরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া*, ১ম খণ্ড, (মিসরঃ মাকতাবায়ে বলদুল আমীন, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ৭৬৩-৭৬৪ ।

৬৪ হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৪৮৩।
৬৫ *তদেব।*
৬৬ *তদেব।*
৬৭ *তদেব।*
৬৮ শাওকী দায়ফ, *আল-আসরুল-জাহিলী* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) পৃ. ১৯৫।
৬৮ *আয-যাইয়্যাত*, পৃ. ২৯২।
৬৯ *জাওয়াহিরুল-আদাব*, ২য় খণ্ড, পৃ.১৯১।
৭০ *জুরজী যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬।
৭১ *মু'জামুল-মুয়াল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৪।
৭২ *আয-যাইয়্যাত*, পৃ. ২৯২।
৭৩ Charles James Lyall. *Translation of Ancient Arabian Poetry* (London: Williams & Norgate LTD, 1930), p. xlii.
৭৪ নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, *প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য*, (কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬), পৃ. ২০১।
৭৫ শাওকী দায়ফ, *আল-আসরুল-জাহিলী* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.) পৃ. ১৯৫।
৭৬ *হান্না আল-ফাখুরী*, পৃ. ৪৮৩।
৭৭ *জুরজী যায়দান*, ২য় খ., পৃ. ৩৭৬।